K. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন: ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪৬-৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১-২৮শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৪-১১ই এপ্রিল, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৩৬টি বাড়ী ভস্মীভূত, নিহত—২

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি, ৭ এপ্রিল—এই থানার সন্তোষপুর ও উলাডাঙ্গা গ্রামে দুটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৭৫টি পরিবারের ১৩৬টি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। প্রাণহানি ঘটেছে দু'জনের—সন্তোষপুরে একজনের, উলাডাঙ্গায় একটি শিশুর। উলাডাঙ্গায় পুড়েছে ১৬টি পরিবারের ১৬টি বাড়ী। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। সন্তোষপুরে ৫৯টি পরিবারের ১২০টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৪০৭ জন। বিডিও জানিয়েছেন আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দু'লক্ষ টাকা। বেসরকারী হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী। পোপাড়ায় ১৯৫২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর সন্তোষপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সর্ববৃহৎ। ১৯৫২ সালে পুড়েছিল ১০০টি বাড়ী, এবার পুড়েছে ১২০টি। ৫৯টি পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। চাষের হাল, গাড়ী, বাক্স, মাথা গোঁজার ঠাঁই সব গিয়েছে। গিয়েছে গোলবাহার বিবির সোহাগ সালে মহম্মদ। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন গোলবাহার নিঃস্ব। অকুস্থল পরিদর্শনের সময় দেখলাম ধ্বংসস্তূপের ভেতর সরকারের দেওয়া ত্রিপলের আচ্ছাদনে এক একটি পরিবার বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সবাই তাঁদের সাহায্য করছেন—খাবার দিচ্ছেন, কাপড় দিচ্ছেন, খয়রাতি সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। সাগরদীঘি হাই স্কুলের এন সি সি কমানডানট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ এবং উদ্ধারের কাজে জাতীয় সেবা প্রকল্প ইউনিট, এন সি সি, স্কুলের ছাত্র, বিজয় সরস্বতী ক্লাব, ফ্রেণ্ডস ক্লাব,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'সংঘবদ্ধ লুঠতরাজই বিপ্লব'
প্রকাশ্য জনসভায় দেবু ব্যানারজি

নিজস্ব সংবাদদাতা: 'ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই-এর দিন আসছে। দরিদ্র চাষীরা সংগঠিত হোন।' সংযুক্ত কিষাণসভার জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় রাজ্যের কারামন্ত্রী দেবু ব্যানারজি এই আহ্বান জানান। ৩০, ৩১ মারচ ও ১ এপ্রিল—তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথগঞ্জে। ৩০ মারচ প্রকাশ্য জনসভায় কারামন্ত্রী বলেন—বর্গাদার, ক্ষেতমজুরের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংযুক্ত কিষাণসভা আন্দোলন চালাচ্ছে। ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সেই আন্দোলনের মদতদাতা। পুলিশ ও আমলারা বড়লোকের স্বার্থে কাজ করছে। সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী বলেন—কংগ্রেসের মত জনতা সরকারও ধনী চাষীদের হয়ে ওকালতি করছেন। বাজেটে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। নিঃস্ব কৃষককুল তিরিশ বছরের শোষণে তিলে তিলে শেষ হয়েছে। তিনদিনের এই সম্মেলনে দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

দলীয় সংঘর্ষে পুলিশের গুলি, নিহত—৪

অরঙ্গাবাদ, ১১ এপ্রিল—পরশু সকালে সুতী থানার হারোয় গ্রামে একটি দলীয় সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। গুলিতে ৪ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন আজ বহরমপুর হাসপাতালে মারা গিয়েছেন বলে একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে অবশ্য এই মৃত্যু সংবাদ সমর্থিত হয়নি। জানা গিয়েছে, গ্রাম্য দলাদলির পুরনো বিবাদ নিয়ে ৯ এপ্রিল সকালে কংগ্রেস, আর এস পি ও সি পি এম দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্র এবং বন্দুক ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হয়। তীরের আঘাতে একজন কনসটেবলসহ দু'জন সশস্ত্র পুলিশ জখম হয়েছেন এবং একটি রাইফেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পুলিশ দাবি

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমজোরি খুঁটি

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের কাঠের বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি উইপোকার আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ফলে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সেগুলি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জরুরী অবস্থায় এই সব খুঁটি সম্পর্কে বিপদের আশংকা প্রকাশ করে লিখিত সংবাদ মহকুমা শাসকের কঠোর নির্দেশে সেনসার করা হয়। ফলে সে সংবাদ প্রকাশ করা যায়নি। তৎকালীন এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ও সি সাসপেনড

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৪ এপ্রিল—ফরাক্কা থানার ও সি অরুণ হালদারকে মারচ মাসের শেষ সপ্তাহে সাসপেনড করা হয়েছে। ভরতপুর থানার কোন একটি ঘটনার ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বহরমপুর সদর থানার অফিসার শিবশঙ্কর চৌধুরী ফরাক্কা থানার নতুন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি

অরঙ্গাবাদ, ৪ এপ্রিল—সুতী ২নং ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধরমপুর গ্রামসভায় ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে জেলা ও মহকুমা শাসকদের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫০০ ইউনিটের জন্য ৬০ কুঃ গম দেওয়া হয় বিশেষ সাহায্য হিসেবে বণ্টনের জন্য। ১৫০০ ইউনিটের মধ্যে ২৯০ ইউনিট ছিল ধরমপুর গ্রামসভার। এই গ্রামসভার আটটি একান্নবর্তী পরিবারের চারজনের নামে টোকেন ইস্যু করে

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গঙ্গার ঘাটে অব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা: বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে ও গাড়ীঘাটে যাত্রী সাধারণের পারাপার হওয়ায় ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সাইকেল নিয়ে ওঠানামা করা ভীষণ অসুবিধা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, বয়স্ক নারী-পুরুষও ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ বেশীর ভাগই ফেরি নৌকা। এবং সেই সব নৌকায় বিশেষ কোন ঘাট না থাকায় যে কোন জায়গায় নৌকা ভিড়িয়ে দিয়ে নামার সময়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুর ওয়ার্ডের হাল

জঙ্গিপুর, ৪ এপ্রিল—জঙ্গিপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আসছে বলে ১৫ জন নাগরিক লিখিতভাবে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ওয়ার্ডে জল নিষ্কাশনের কোন পথ না থাকায় নোংরা জল সরাসরি রাস্তায় নেমে পথচারীদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। একটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১-২৮ চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৫।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

এক কথা সকলের মুখে—জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। আকাশছোঁয়া সব দাম। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। ভোজ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্য—সমস্ত কিছুর দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। তবে এই সমস্যা ত স্থানীয় সমস্যা নহে, বলা চলে সর্বস্থানিক প্রবলেম। ইহার ধাক্কা খাইতে খাইতে মানুষ কোন্ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়, তাহাই দেখার। নিত্যসমস্যার মুখে পড়িয়া মানুষ এমন হইয়াছে যে, সমস্যা নিজেই তাহার মর্যাদা হারাইতেছে ক্রমশঃ। বাজারে চাল-ডাল-সবজি-আনাজ-তেল-মশলা-মাছ-মাংসের যে দর হাঁকা যাইবে, ক্রেতাগণ তাহাতেই কিনিতে বাধ্য হইবেন। ইহার কোন জবাব নাই। ভাগ্যবান (অবশ্য সংখ্যায় কম) ব্যক্তি নধরকান্তিরোহিত কিংবা ইলিশ হাতে ঝুলাইয়া তাবৎ দর্শকের সতৃষ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে অপাঙ্গ চাহনি ফেলিয়া যখন চলিয়া যা'ন, তখন বলার কি আছে? কারণ ন্যায্য দরে যাঁহারা মাল লইতে পারিবেন না, তাঁহাদের দরের গরজ কেন?

অবশ্য ইহা ঠিক যে, এখানে জিনিসপত্রের ন্যায্য দর অন্য কোনও জায়গার ন্যায্য দর হইতে বেশী। মাত্র বার মাইল দূরে বীরভূম জেলার মুরারই। সেখানে জিনিসপত্রের এত চড়া দর নাই। নিশ্চয়ই সেখানকার ব্যবসায়িগণ আরও কম দরে মালপত্র পান, তাই বিক্রয়মূল্য সেখানে কম। এই সহজ কথাটি সকলের বুঝা উচিত।

ইহার চাইতে কয়লা-কেরোসিনের চিন্তা করাই ভাল। 'কালোমাণিক' বহুদিন হইতেই এখানকার বাজারে লুকোচুরি খেলিতেছে। এই নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত বাজারে কয়লা নাই। নাই প্রায় পক্ষকাল হইতে। জ্বালানীর অভাব সর্বত্র। মাল সরবরাহ কেন হইতেছে না, মানুষ তাহা বুঝিতে অক্ষম। নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে; কোন পথ নাই। লোডশেডিং-এর অপরিহার্যতায় কেরোসিন প্রতি পরিবারে আজ আবশ্যিক সামগ্রী। কিন্তু কেরোসিন অমিল। এমতাবস্থায় ব্লাক আউটের অবতারণা। গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয় সেখানে বিদ্যুৎ নাই, কেরোসিনও দুষ্প্রাপ্য। এহেন পরিস্থিতিতে পড়ুয়াগণ 'আজ আমাদের ছুটি'র আমেজ পাইতেছে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ঠাণ্ডা মাথায় খুন!

সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর চারজন সদস্য—বৈজনাথপ্রসাদ ভকত, রামগংনরাম ভকত, ডাঃ বিমলেশ দেবনাথ এবং আমি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে বাধা দান করছি বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সম্পাদকের ধারণা। তাই সকলের জানার জন্য কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ করছি। বিগত পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর গত নির্ব্বাচনের আগে একটা সভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় আমাকে অনুপস্থিত দেখিয়েই উক্ত সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়। এটা কি ধরণের কার্যকলাপ? বিগত কংগ্রেস সরকার সাগরদীঘি বিদ্যালয়ের স্বার্থে বিনা পয়সায় দু'টো বৈদ্যুতিক খুঁটি অনুমোদন করেছিলেন, সেই খুঁটি দু'টো পোঁতা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের কোথাও এক টুকরো তার টানা হয়নি। কার স্বার্থে এভাবে সরকারের অর্থ নষ্ট করা হয়েছিল? সাগরদীঘি বিদ্যালয় সরকারের নিকট হতে আজ থেকে প্রায় দেড় বৎসর আগে অনেকগুলো টাকা পেয়েছে গৃহ নির্মাণের জন্য। কিন্তু গৃহ নির্মাণে এত গড়িমসি কেন? কোন টেণ্ডার ছাড়াই মালপত্র কেনা হচ্ছে কার স্বার্থে? তাছাড়া যে পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ হবে সে পরিকল্পনাটাই ত্রুটিযুক্ত। কোন প্রস্রাবাগারের পরিকল্পনা তাতে নেই যেটা একটা বিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আমরা বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন সম্পাদক), মহঃ হারেজ আলি (প্রাক্তন সদস্য) প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ঐ কমিটিতে দেওয়ার জন্য দিই। কিন্তু তাঁরা এটা গ্রহণ করেননি। কারণ তাঁরা নাকি বিদ্যালয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্ব কোণে খানিকটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটাকে খড় রাখার এবং গোবর ইত্যাদি ফেলার জন্য কোন একজন বিদ্যালয়ের 'হিতাকাংক্ষী' ব্যক্তি অবৈধভাবে ভোগ দখল করছেন। আমাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ইংরাজীর পার্ট টাইম শিক্ষককে কোন গোপন কারণে স্থায়ী পদে নিয়োগ না করার জন্য (যদিও তিনি ভাল পড়ান এবং ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক) যে চক্রান্ত গড়ে উঠেছে, তা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার সামিল। কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তা সমর্থন করতে পারেন না। আমরা উপরোক্ত কার্যকলাপগুলির সমালোচনা করি, তাই আমরা তাঁদের কাছে স্কুলের স্বার্থবিরোধী। —নৃসিংহ মণ্ডল, সাগরদীঘি এম এন হাই স্কুল পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

ফাঁসির মঞ্চে

আবদুর রাকিব

না, প্রাণ ভিক্ষা চাইব না, চাইলে অপরাধ স্বীকার করা হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সমগ্র পৃথিবী পাকিস্তানের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর অমূল্য প্রাণটি ভিক্ষে চেয়েছে; তিনি চাননি; তাঁর পরিবারের কেউ চাক তাও তিনি অনুমোদন করেননি।

আপন সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার এই মানসিক শক্তি তিনি কোথায় পেলেন? অবশ্যই এটি তাঁর অমলিন সত্তাব ও অপ্রেরণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আপনার অপরাধ সম্বন্ধে যদি এতটুকু দুর্বলতা তাঁর থাকত, তাহ'লে প্রদীপের শিখা নিশ্চয়ই কাঁপত। তাহলে বিংশ শতাব্দীর বিবেকবান বিচারকেরা কি আইনের ক্ষুরধারসমস্থক পথ থেকে পিছলে পড়লেন আইনশাস্ত্রেরই সংকেবাণী বিস্মৃত হয়ে? একজন নির্দোষও যেন শাস্তি না পায়—চিরজাগর এই সতর্কীকরণ কি লঙ্ঘিত হল? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে গেল?

আইনের জটিল গ্রন্থির বাইরে রয়েছে মানবিকতার মুক্ত আকাশ—পৃথিবীর এই আকাশ থেকে উচ্চারিত হয়েছে অজস্র প্রার্থনা, অনুরোধ। কিন্তু সেগুলির দিকে এতটুকু মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ ছিল না মিঃ জিয়াউলের। অর্থাৎ তিনিও ছিলেন অটল অচল। সমগ্র পৃথিবীকে উপেক্ষা করার মানসিক শক্তি তিনিই বা কোথায় পেলেন? এবং এই মুহূর্তে এই অর্থে তিনি হয়ত বা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর তরফের এই অবিচলতা যদি হয় কোরআন এবং হাদিশের নির্দেশের প্রতি তাঁর অন্তহীন আনুগত্য, তাহলে সেখানেও তাঁর জন্যে অন্য পথের নির্দেশ ছিল। মক্কাবিজয়ের পর হজরত মহম্মদ (দঃ) আবু সুফিয়ান আবদুল্লাহ বিন, সাদ, হিন্দ—প্রভৃতি তাঁর ঘোরতম শত্রুদেরকেও ক্ষমা করেছিলেন। আল্ আব্বাস বলেছিলেন আবু সুফিয়ান মানী লোক। তার জন্য কিছু করা চাই। রসুল বলেন, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। মানী লোকের মর্যাদার কথা আল্লার রসুল ভোলেননি।

ওহোদের যুদ্ধে হাম্যার বিকৃত, বিকলাঙ্গ দেহ দেখে শোকাভিভূত রসুল এর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন, তখন অবতীর্ণ হয় আল্লার এই বাণী: আর যদি তোমরা প্রতিঘাত কর তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মত দাও। আর যদি ধৈর্য ধর, নিঃসন্দেহে তা ভাল যারা ধৈর্যবান তাদের জন্যে।

ক্ষমা বা করুণা প্রদর্শন ইসলামেরই স্পষ্ট নির্দেশ, যদিও বাস্তবে সর্বক্ষেত্রে এই নির্দেশ পালন করা কঠিন। মিঃ জিয়াউলের ক্ষেত্রে এটি কি সত্যিই কঠিন ছিল, যেখানে অন্যদের বাদ দিলেও, ইসলামী জগৎ তাঁর কাছে হাত পেতেছিল?

আসলে তা নয়। বিচারবুদ্ধিতে ও ব্যাপক মনুষ্যত্ব সাধনায় অবিশ্বাস এবং তার পরিবর্তে সংকীর্ণ দৃষ্টি ও প্রধানতঃ আচরণগামী হয়ে চলার যে প্রবণতাকে সৈয়দ আমির আলি মুসলমানদের বিপর্যয় ও পতনের মুখ্য কারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেইটেই আরও শোচনীয়ভাবে বর্তমানে মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে প্রকাশ পাচ্ছে। মিঃ জিয়াউল এই বিপর্যয়েরই ক্রীড়নক মাত্র।

অপরদিকে মানুষের অন্তরাত্মার অর্থপূর্ণ বিকাশ যে হঠাৎ কখন বিদ্যুল্লেখার মত ঝলসে ওঠে, তারই আশ্চর্য দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাস হয়ে গেলেন জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো—যা হয়ত একেই ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়া বলেছেন।

ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একটি করে টোকেনের গম দেওয়া হয়েছে। আরো ৭২ টি একান্নবর্তী পরিবারের নামে তিনটি ও দুটি করে টোকেন ইস্যু করে একটি করে টোকে-নের গম দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট টোকেনের গম আত্মসাৎ করা হয়েছে। ৯ টি ভুয়া টোকেন ইস্যু করে সাহায্য আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। টোকেন নম্বরগুলি হল ১৪৮৫, ১৪৮৬, ১২১৪, ১২১১, ১২১২, ১২৫২, ১৪৯৫, ১৪৯৬ ও ১৪৮৭; এই টোকেনগুলি যাদের নামে কাটা হয়েছে, তারা কেউই ধরমপুর গ্রামসভা এমন কি লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নয়। এ ছাড়াও ১৪৪৭, ১৪৭৪, ১৪৭৮, ১২৫৫, ১২৭৭, ১২৭৬, ১৩২১ ও ১৩২৬ নম্বরের আটটী টোকেন ইস্যু করা সত্ত্বেও প্রাপকদের গম দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পরিশেষে তদন্ত সাপেক্ষে এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে বন্যাদুর্গত মানুষের পক্ষ থেকে।

বিদেশী ঘড়ি আটক

ধুলিয়ান, ৬ এপ্রিল—ধুলিয়ান কাসটমস গতকাল ডাকবাংলো মোড় থেকে ৪১টি বিদেশী নতুন ঘড়ি ও ১৯০০ টাকা সমেত সাজ্জাদ আলি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

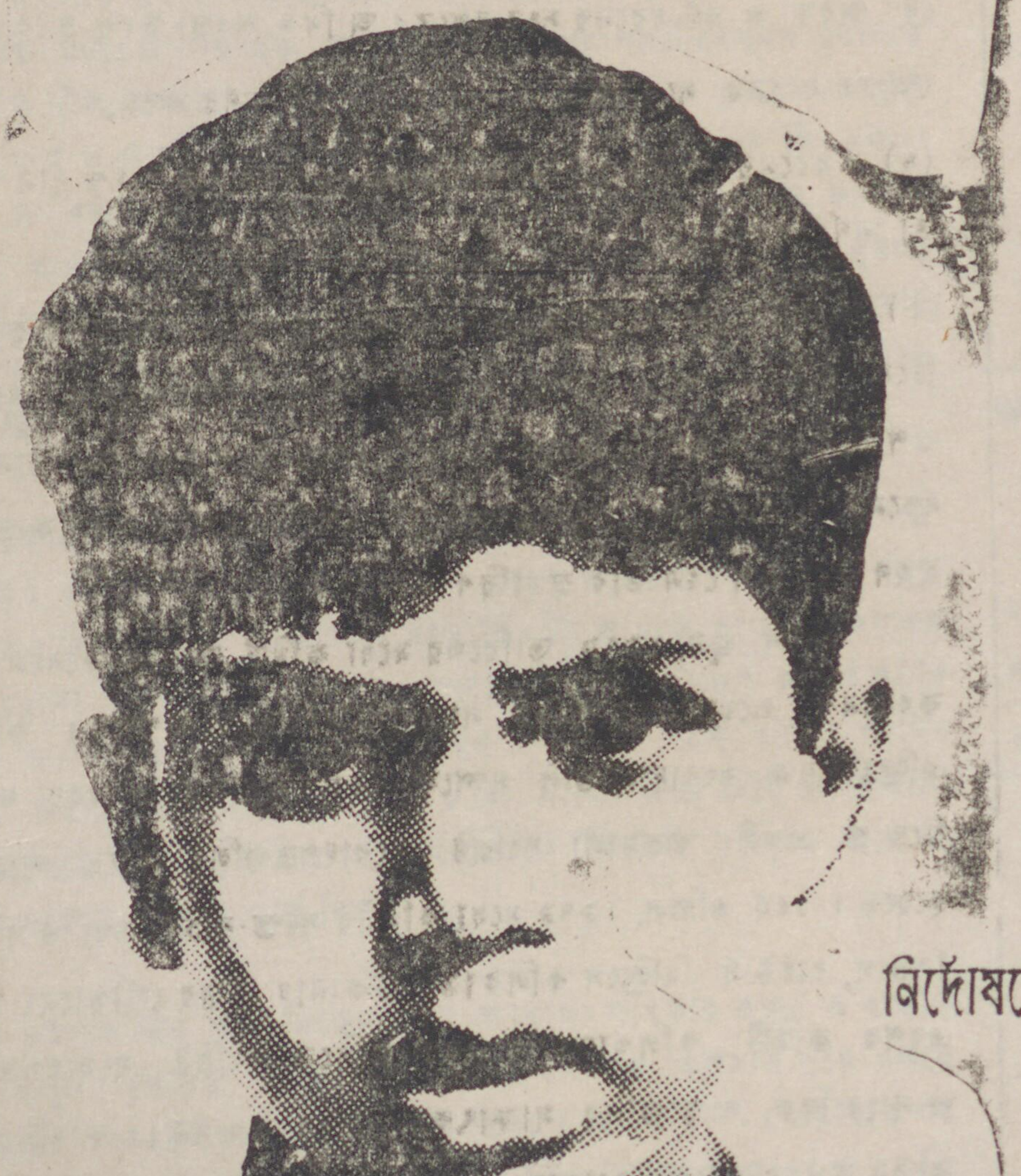

ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন
কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধ

এই আমাদের গৌরব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য ভারত বিশ্বে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে। এ দেশে সব কটি ধর্মের অনুগামী আছেন এবং আমাদের সংবিধানে তাঁদের প্রত্যেকের সম-অধিকার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত।

ধর্ম হল পবিত্র বিষয়। ধর্ম উপলক্ষ্য করে কারও কোনও অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না।

ভদ্র সজ্জন নাগরিকরা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে এসেছেন। আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে হয়েছে আইনমান্যকারী নাগরিকদের। একটি নয় দুটি নয়, অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে, শ্রমজীবীদের জীবিকা ও ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ রুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট ভ্রষ্ট করা হয়েছে।

নির্দোষকে এর পরিণাম ভুগতে হবে কেন?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যচ্যুতি কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

আসুন আমরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়মূল করতে সচেষ্ট হই

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ক্ষুন্নকারী সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধ করুন

davp 78/46

দলীয় সংঘর্ষে পুলিশের গুলি, নিহত—৪

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। পুলিশ আরো দাবি করেছে যে কংগ্রেস সমর্থকের রাইফেল থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে হুমায়ুন রেজা (২৫) ও তাঁর বাবা আব্দুল মজিদ (৫৫) নিহত হন। এঁরা দুজনেই সি পি এম দলের সমর্থক। পুলিশের গুলতে নিহত হন দু'জন—কালু সেখ (৩৫) ও অব্দুল মোতালেব সেখ (৫০)। এঁদের একজন কংগ্রেস এবং আর একজন আর এস পি দলের সমর্থক। আহতদের মধ্যেও একজন আর এস পি দলের সমর্থক আছেন বলে জানা গেছে। আর এস পির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সংঘর্ষের সঙ্গে তাঁরা জড়িত নন গ্রামবাসী হিসেবে তাঁদের সমর্থকরা মারামারি দেখতে গিয়ে গুলিতে নিহত ও আহত হন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু'জন নয়—পুলিশের গুলিতেই চারজন নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তার অথবা রাইফেল আটকের কোন খবর নাই।

তদন্ত দাবিঃ গুলিতে নিহত সি পি এম সমর্থক হুমায়ুন রেজা ছিলেন জঙ্গিপুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কলেজের শোকসভায় গতকাল এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জমির লড়াইয়ে খুনঃ ৩ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগরে খাস জমি দখল নিয়ে সি পি এম ও বিক্ষুব্ধ সি পি এম গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সুতী থানার অজগংপাড়ার শ্যাম ঘোষ (৫২) নামে একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আনিয়ে খাস জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাধে বলে প্রকাশ।

আরো তিনটি খুনঃ ৭ এপ্রিল সুতী থানার সিধোরী মাঠে কাদোয়া গ্রামের একদল গোয়ালা গরু মোষ নিয়ে ফসল খাওয়ানোর চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাধে এবং সেই সংঘর্ষে তুষার ঘোষ নামে একজন গ্রামবাসী নিহত হন। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, ৯ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানার বাখা বিলে মাছের বিক্রি পাত্তা নিয়ে দুই দলের এক সংঘর্ষে কালু সেখ নামে একজন দাগী অপরাধী নিহত এবং আরো দু'জন অপরাধী আহত হন। কালু সেখের নামে দুটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল বলে খবর।

১১ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জের মিঞাপুরে একটি চায়ের দোকানে ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকের ছুরিকাঘাতে বিষ্ণু দ মণ্ডল নামে একজন আর এস পি সমর্থক গুরুতরভাবে আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়।

অন্ধকার জনসভায় সাংবাদিকরা বিব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩০ মারচ রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত কিষাণ সভার জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভায় আলোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় সাংবাদিকরা বিব্রত বোধ করেন। সন্ধ্যার পর দীর্ঘ সময় ধরে অন্ধকারের মধ্যেই এই জনসভা চলে। কিন্তু আলোর অভাবে বক্তাদের বক্তব্য, বিশেষ করে কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনে শুনে মুখস্থ রাখা ছাড়া লেখার কোন উপায়ই ছিল না। অন্ধকারে জনসভার মর্যাদাহানি ঘটায় সাংবাদিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ভলিবল ফাইনালে ছোটকালিয়া অগ্রণী ক্লাব ৩-১ গেমে মিরজাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে শীলড জয় করে। পুরস্কার প্রদান করেন মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। ৩ এপ্রিল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুন্নত সম্প্রদায় সমিতি

শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে ভারতীয় অনুন্নত সম্প্রদায় সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা সংগঠিত হয়েছে। ১৯ সদস্যের এই সমিতির সভাপতি (স্থায়ী) ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষকান্তি রায় ও যতন সরকার। —প্রাপ্ত

স্কুল, কলেজ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র, ফরম এবং ষ্টেশনারী জিনিস আমরা সরবরাহ করে থাকি।

নব-বর্ষের গ্রিটিংস কার্ড আমরা এনেছি।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র তথ্য অনুসন্ধান কমিটি

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

বছরে ১০ লাখ টাকার কম আয় এরূপ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। সংসদ সদস্য শ্রীশশাংকশেখর সান্যাল এই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির কাজ হবে রাজ্যের এ ধরনের সংবাদপত্রগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ রূপ অনুসন্ধান করা এবং এগুলির সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি সংবাদপত্রের অর্থ হল জনসাধারণের জন্য সংবাদ বা ঐরূপ সংবাদের মন্তব্য সম্বলিত নিয়মিতভাবে মুদ্রিত পত্রিকা।

কমিটির বিচার্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(১) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এরাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা পরীক্ষা করা;

(২) এ ধরনের সংবাদপত্রের অবস্থা বিশেষ করে মালিকানার প্রকৃতি, ছাপাখানার সুবিধা, প্রচার সংখ্যা, বিজ্ঞাপন বাদ প্রাপ্ত অর্থ, সাংবাদিকদের অবস্থা ও এই ধরনের সংবাদপত্রের আর্থিক অবস্থা তদন্ত করে দেখা;

(৩) এ ধরনের সংবাদপত্রের মান ও গুণাগুণ নির্ণয় করা;

(৪) এ ধরনের সংবাদপত্র সাংবাদিকগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নির্ণয় করা;

(৫) এই সকল সংবাদপত্র যাতে পরিচালনা ও সঙ্গতির ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে টিকে থাকতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সংবাদপত্রের বর্তমান অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তার সুপারিশ করা।

৩০শে জুন, ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে কমিটি তাঁর প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রয়োজন হলে এই সময়সীমা বর্দ্ধিত হতে পারে। কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে কিছু মূল তথ্য ও বিষয় জানার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ মধ্যে কমিটির সদস্য-সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস কলিকাতা ঠিকানায় উত্তর পৌছানো চাই। এরপর কমিটি কলিকাতা ও জেলাগুলিতে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রসমূহ ও সাংবাদিক সংস্থাগুলির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। কমিটি আশা করেন তাঁদের কাজের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সংস্থাগুলি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁদের মতামত ও পরামর্শ পাঠাবেন। জেলা তথ্য দপ্তরে এবং কমিটির সদস্য-সচিবের কাছেও প্রয়োজন হলে প্রশ্নমালা পাওয়া যাবে।

কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল
সদস্য সচিব
ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র তথ্য অনুসন্ধান কমিটি।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

চলচ্চিত্র উৎসব

জঙ্গিপুর, ৯ এপ্রিল—জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে তিনদিন ব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব আজ শেষ হয়। শুরু হয় ৭ এপ্রিল। উৎসবে 'ঝিন্দের বন্দী', 'ইণ্টারভিউ' ও 'কেলিজ হিরোজ' ছবি তিনটি প্রদর্শিত হয়।

কলেজ পরিচালক সংস্থা

৫ এপ্রিল জঙ্গিপুর কলেজ পরিচালক সংস্থার শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী ভুবনমোহন মিশ্র ও অরুপ ঘোষাল নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষের ভোটাধিকার চ্যালেঞ্জ করে অধ্যাপক উষারঞ্জন পাল একটি চিঠি দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী পরলোকে

অরঙ্গাবাদ, ৪ এপ্রিল-নিমতিতার প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অবনীভূষণ বসু দাস ২৭ মার্চ সকালে তাঁর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকা ও জঙ্গিপুর সংবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই চৈত্র—৩০শে চৈত্র

ধান :

বোরো ধানের ক্ষেতে রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রতি নজর রাখুন। মাজরা, ভেঁপু, বাদামীশোষক পোকা ইত্যাদি দমনের জন্য ফাল্গুনের প্রথম পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

এ পক্ষে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলে আউশ ধান বোনা চলবে। ধানের উপযুক্ত জাত ও সারের মাত্রা জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। বোনার জন্য একর প্রতি বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি। শোধন করে বীজ বুনবেন। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম ইথাইল মার্কিউরি ক্লোরাইড (এগ্রোসেন জি. এন.) বা ফিনাইল মার্কিউরি এ্যাসিটেট (সেরেসান) মিশিয়ে বীজ শোধন করুন। বীজ বোনার যন্ত্রের সাহায্যে বা লাঙ্গলের পিছনে ২০ সে. মি. (৮") দূরত্বে সারিতে বীজ বুনুন। আগের পক্ষে বোনা আউশের ক্ষেতে ১৫ দিনের মাথায় নিড়েন দিন, ১৮-২০ দিনের মাথায় একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

পাট :

এ পক্ষেও ঢাকাই জাতের তিতা পাট, বাসুদেব ও নবীন জাতের মিঠা পাট বুনতে পারেন। এ ছাড়া, এ পক্ষের প্রথম দিক থেকে মাঝারি উঁচু জমিতে সবুজ সোনা ও শেষের দিক থেকে অতি উর্বর মাঝারি উঁচু জমিতে শ্যামলী জাতের তিতা পাট বোনা শুরু করতে পারেন। সারের মাত্রা ও বীজের হার ইত্যাদি জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। আগের পক্ষে বোনা পাটের ক্ষেতে চারা ৭ সে.মি'র (৩")-মত লম্বা হ'লে সারির উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বিদা চালিয়ে, এবং দু'সারির মাঝখানে চাকা নিড়ানী চালিয়ে আগ ছা মেরে ফেলুন ও মাটি আলগা করে দিন।

তিল :

বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পরে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করুন ও বাড়তি চারা তুলে ফেলুন। সেচের সুবিধা থাকলে বীজ বোনার একমাস পরে একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। চারা বেরোবার পর পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা গেলে একর প্রতি ২৫০ লিটার জলে ১½-২ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স) বা ১ কেজি জিঙ্ক ইথেনেল বিস ডাইথায়োকার্বামেট (ডাইথেন জেড-৭৮) বা ম্যাঙ্গানিজ ইথেনেল বিস ডাইথায়োকার্বামেট (ডাইথেন এম-৪৫) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ফাঁকা জমি থেকে মাটির নমুনা নিয়ে এখনই পরীক্ষার জন্য আপনার নিকটবর্ত্তী যে কোন পরীক্ষাগারে পাঠান অথবা স্থানীয় কৃষিকর্মীর কাছে জমা দিন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু ঠিকাদারগণকে জানানো যায় যে অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ) শাখা অফিসসহ সন ১৩৮৬ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য শীল্ড টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। উক্ত টেণ্ডার ৩০ চৈত্র '৮৫ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং ৩১ চৈত্র '৮৫ তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোন টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল করিতে পারেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ি শেপ বা সাইজ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র অ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি —
১৬।১২।৮৫

শ্রীজয়দেব দে
সেক্রেটারী
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস
অ্যাসোসিয়েশন।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

বোমায় ডাকাত হত

সাগরদীঘি, ২৯ মার্চ—গতকাল রাত্রে সন্তোষপুরের পূর্বদিকের মাঠে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। আজ সকালে মনিগ্রাম ষ্টেশনের দক্ষিণে একটি পুকুর পাড়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তির পর আজ তার মৃত্যু ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত ব্যক্তির নাম রামদেবক কাহার, নিবাস বিহারের পাটনা সিটি থানার বেগমপুর পল্লী। দিন পনের আগে দশ বছর জেল খেটে সে ছাড়া পেয়েছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সে এখানে এসে বোমা তৈরী করছিল। সেই সময় বোমাটি ফেটে গিয়ে সে আহত হয়। পরে তাকে পুকুর পাড়ে ফেলে তার সঙ্গীরা চম্পট দেয়। পুলিশ বোমা তৈরীর মসলাপাতি উদ্ধার করেছে অকুস্থল থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ এপ্রিল—অন্যান্য বছরের মত এবারও এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয় গত ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বামী অনাময়ানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী মহানন্দজী মহারাজ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন বলে জানানো হয়েছে।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক অসিত রায় (বাবলু) গতকাল উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। সম্প্রতি আলের উপর গ্রামের হরেন মণ্ডলের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। কোনটিরই কারণ জানা যায়নি।

ADVERTISEMENT
A trained graduate with Sanskrit in degree courses is wanted for Bokhara H. J. A. Vidyapith, P.O. Dhanpatganj, Dist. Murshidabad. Apply to the Secretary within seven day.

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

১৩৬টি বাড়ী ভস্মীভূত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ —দলমতনির্বিশেষে সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। —পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখলাম, এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আচ্ছাদন। তা না হলে ঝড়বৃষ্টিতে সমস্ত বাড়ী পড়ে যাবে। বর্ষায় তো যাবেই। একজন গ্রামবাসী বললেন, 'প্যাটের ভাত হামরা গতর খাটিং করি লিব, কিন্তু মাথা গুঁজার ঠাঁই কি করি করব?' সবাই দাবি জানালেন আপাততঃ বড় ত্রিপল দিয়ে গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়া হোক।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানা গেল, ৪ এপ্রিল সকাল এগারটা নাগাদ একটি বাড়ীতে খড়ের উনুনে কাপড় সেদ্ধ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। খড়ের উনুনের আগুন প্রথমে গমের কাঁচকিতে লাগে, পরে দ্রুতগতিতে তার লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক বাড়ী পুড়তে শুরু করে। খবর পেয়ে বহরমপুর থেকে দমকলবাহিনী ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উপস্থিত হয়। তাদের এবং স্থানীয় জনসাধারণের সারাদিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে, নেভে তার পরদিন। গ্রামবাসী সালে মহম্মদ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘরে ঢোকেন, কিন্তু আর বেরোতে পারেন না। প্রচণ্ড দাবদাহে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আহত হন দু'জন।

কমজোরি খুঁটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(বিদ্যুৎ) খুঁটিগুলি পরিবর্তন করা হবে বলে এই সংবাদদাতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতিও মেনে চলা হয়নি। নাগরিকদের দাবি, অবিলম্বে শহরের কমজোরি খুঁটিগুলি পরিবর্তন করা হোক।

ছাপাখানার কর্মী ধর্মঘট

জঙ্গিপুর, ১১ এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমা ছাপাখানা কর্মচারী সমিতি দুটি দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ৬ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের ছাপাখানাগুলিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন। ছাপাখানা মালিক সমিতি এই ধর্মঘটকে 'বেআইনী ও অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং যদি তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার না করেন তবে মালিক সমিতি প্রেস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানা গিয়েছে।

পুর ওয়ার্ডের হাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টিউবওয়েলের কাছে কোন ড্রেন না থাকায় জল বারুইপাড়ার গলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই এখানে অবিলম্বে ড্রেন তৈরীর দাবি জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি বাড়ীর ঘর সংখ্যা, বারান্দা, পায়খানা, কল বা কূপ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতির জন্য সঠিকভাবে কর নির্ধারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

গঙ্গার ঘাটে অব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একখানা নৌকা হতে ৪/৫ খানা নৌকায় পা দিয়ে পার হয়ে নামতে হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে ঘাটের চারিপাশে স্তূপ করা বোলডারের উপর দিয়েও নামতে হয়। যাত্রীসাধারণের এতো অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও পুর কর্তৃপক্ষ অন্ধ হয়ে আছেন। ঘাটের সুব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রভাষায় কৃতিত্ব

রাষ্ট্রভাষার ছাত্র জঙ্গিপুর সাহেববাজারের অজিতকুমার কুণ্ডু পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'রাষ্ট্রভাষা কোবিদ' নির্বাচিত হয়ে এলাহাবাদে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দ্দেশালয় আয়োজিত অহিন্দীভাষী হিন্দী নবলেখক শিবিরে যোগদান করে জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। —প্রাপ্ত

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও বেশী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident, But it is always the result of an important efforts"

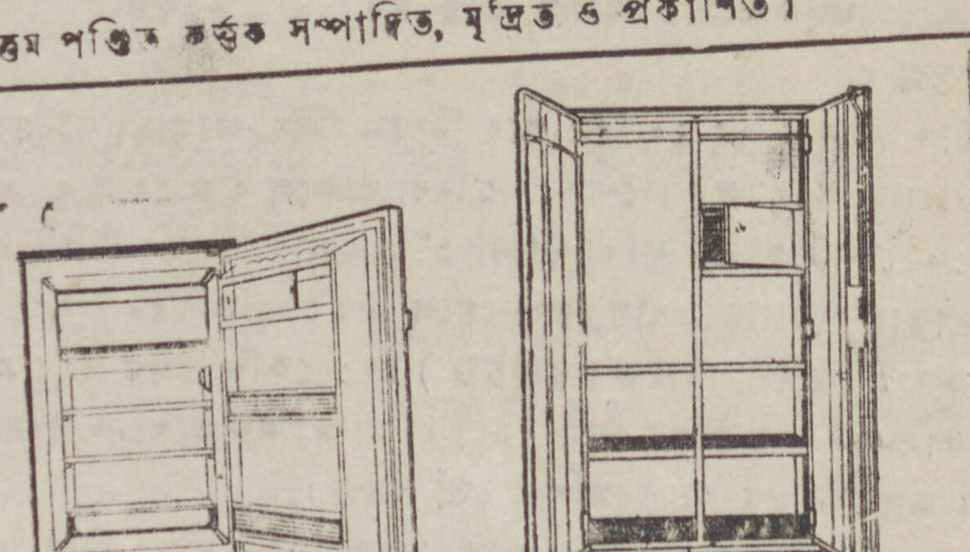

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১